দেশ কাঁপাতে ঢাকা গেছে মুজিবনগরের রাজাবাবু

দেশ কাঁপাতে ঢাকা গেছে মুজিবনগরের সেই রাজা বাবু। প্রায় আড়াই টন ওজনের রাজা বাবুকে শেষবারের মত দেখতে ইনছান আলীর বাড়িতে জমেছে এলাকাবাসির ভীড় । ঢাকা তেঁজগাও খেলার মাঠর হাটে পাওয়া যাবে দেশ সেরা রাজাবাবুকে।

গতকাল বুধবার বিকালের দিকে ট্রাকে করে রাজাবাবুকে ঢাকার উদ্যেশ্যে রওনা হয়েছে।

গরুর মালিক ইনছান আলী বলেন, তেঁজগাও খেলার মাঠের ওই হাটে রাজা বাবুর জন্য মঞ্চ তৈরী হয়েছে। ওখানেই আজকে ট্রাকে করে নিয়ে যাচ্ছি।

এদিকে রাজাবাবুকে শেষবারের মত গোসল ও খাইয়ে দিয়েছেন ইনছান আলীর স্ত্রী শাহিনা খাতুন ও মেয়ে সেজুতি। শেষবারের মত আদর ও ভালবাসা দিয়ে চোখের পানি ফেলেছেন তারা। কারন, সাড়ে চার মাস বয়সি রাজা বাবুকে নিয়ে এসে অতি আদর যত্নে শাহিনা ও সেজুতিসহ বাড়ির মালিক ইনছান লালন পালন করেন।

ইনসান আলী গরুটির দাম হাকিয়েছেন ৩৫ লক্ষ টাকা। গত বছর কোরবানিতে রাজা বাবুর দাম হাঁকানো হয়েছিল ১৫ লাখ টাকা। তবে, ক্রেতারা ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। সে দামে না বিক্রি করে রাজা বাবুকে আরো একটি বছর পালন করেন ইনছান আলী।

ইনসান আলী গাছান গরুটির ওজন ৬০ মণ দাবী করলেও জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বলছেন গরুটির মাংসের ওজন ৪০ মণ হতে পারে। তবে, ৪০ হোক আর ৬০ মন হোক এই রাজা বাবুই এবছরের কোরবানি ঈদে দেশের সবচেয়ে বড় গরু। এমনটাই দাবী করছেন গরুটির মালিক ও মেহেরপুর জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ।

জানা গেছে, গরুর মালিক মোনাখালি গ্রামের ইনছান আলী ও তার পরিবারের লোকজন আদর-যত্নের পাশাপাশি রাজাবাবুর স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সার্বক্ষণিক প্রাণী চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ রাখেন।

ইনছান আলী বলেন, ‘চার মাস বয়সী হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান জাতের রাজাবাবুকে ৮০ হাজার টাকায় কিনেছিলাম ৩ বছর আগে। পরিবারের একজন সদস্যের মতো করেই পরম আদর যত্নে লালন-পালন করে বড় করেছি তাকে। আদর করেই গরুটির নাম রেখেছিলাম মুজিবনগরের রাজাবাবু।

বিশাল আকৃতির এই ষাঁড়ের খাদ্য তলিকায় আছে কাঁচা ঘাস, সয়াবিন খৈল, ভুট্টা, ছোলা, গমের ভূষি, কলা ও বিচালি।’ রাজাবাবুকে দিনে ২০ কেজি দানাদার খাবার খেতে দিতে হয়। দানাদার খাবার সকালে ১০ কেজি এবং রাতে ১০ কেজি দিয়ে থাকেন বলে জানালেন ইনছান আলী।

ইনছান আলীর মেয়ে সেজুতি বলেন, ‘দেখতে বিশাল হলেও রাজাবাবু খুবই শান্ত স্বভাবের, দিনে তিনবার গরুটিকে গোসল করানো হয়। রাজাবাবু আমাদের পরিবারের একজন সদস্যের মতোই। ‘

ইনসান আলীর স্ত্রী শাহিনা খাতুন জানান, এ রাজাবাবুকে আমরা দীর্ঘ চার বছর ধরে লালনপালন করছি নিজের সন্তানের মতো, যত্ন করতে হয় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত।

মোনাখালি গ্রামের সুরুজ আলী বলেন, এই রাজাবাবুকে নিয়ে আমরা অনেকেই অহংকার করি। কারন এই গরুটির কারনেই বলতে গেলে মিডিয়ায় আমাদের গ্রামের নামটি তুলে ধরা হয়।

দারিয়াপুর গ্রামের স্বপন আলী বলেন, বাড়ির পাশে অনেকেই গরু পালন করছেন। তাদের মুখ থেকে রাজাবাবুর কথা শুনে দেখতে এসেছি। এটির অনেক সুন্দর ভালো লাগছে। দানব আকৃতির এই গরুটিই দেশ সেরা হতে পারে বলে আমরা মনে করছি।

মেহেরপুর জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সাইদুর রহমান বলেন, ‘রাজাবাবুকে দেখতে গিয়েছি। প্রানিসম্পদের সুত্র অনুযায়ী লম্বায় সাড়ে ১০ ফুট, উচ্চতায় ৮ ফুট। গরুটির দৈর্ঘ ও বেড় অনুযায়ী গরুটির ওজন প্রায় ১৯০০ কেজি বা ৩৭.৫০ কেজিতে মণ হিসাবে ৪৮ থেকে ৫০ মণ। জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগ থেকে আমরা গরুটির চিকিৎসা, খাদ্য তালিকা ও অন্যান্য পরামর্শ দিয়ে থাকি। আমার জানা মতে এই গরুটিই বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বড় গরু।’

বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশার জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধির আদেশ দিলেন আদালত

মেহেরপুরে চাঞ্চল্যকর আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড ঘটনায় চাঁদাবাজি ও পর্ণগ্রাফি মামলার আসামি বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশার জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছেন আদালত।

বুধবার দুুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিকের আদালতে বর্ষা, নুসরাত ও বিপাশা জামিন আবেদন করে আত্মসমর্পণ করলে বিজ্ঞ বিচারক তার জামিনাদেশ বৃদ্ধি করে পরবর্তি শুনানির দিন ধার্য করেছেন।

মামলায় আসামি বিপাশার পক্ষে আলমগীর হোসেন, নুসরাত ও বর্ষার পক্ষে ইয়ারুল ইসলাম এবং সরকারি পক্ষে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক কৌসুলির দায়িত্ব পালন করেন।

বিপাশার আইনজীবী আলমগীর হোসেন বলেন, বিপাসার শিশু সন্তান অসুস্থ থাকায় মানবিক বিবেচনায় বিজ্ঞ বিচারক তারসহ অপরাপর তিন আসামির জামিনাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করে আগামী ৬ জুলাই শুনানীর দিন ধার্য করেছেন।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার একই আদালত একই মামলায় বাংলাভিশনের সাংবাদিক তুহিন আরন্যকে এবং গত বৃহস্পতিবার ডিবিসির মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করণ, দেশটিভির প্রতিনিধি রেক্সোনা আরা ও কথিত সমাজকর্মী নিলুফার ইয়াসমিন রুপাকে জামিন না দিয়ে জেল হাজতে পাঠায় আদালত।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, বাংলাভিশনের সাংবাদিক তুহিন আরন্য, ডিবিসি চ্যানেলের সাংবাদিক আবু আক্তার করণ, দেশ টিভির সাংবাদিক রেক্সোনা আরা ও নিলুফার ইয়াসমিন রুপাসহ ১৭ আসামিকে অভিযুক্ত করে হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলায় পুলিশ আদালতে চার্জশিট দেয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারাসহ ২০১২ সালের পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮(১),৮(২), ৮(৩), ৮(৪) ধারায় অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রমানিত হওয়ায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

চার্জশিটে অভিযুক্তরা হলেন- বাংলাভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন আরন্য, ডিবিসি টেলিভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করন, দেশ টিভির প্রতিনিধি রোকসানা আরা, এশিয়ান টিভির প্রতিনিধি মিজানুর রহমান জনি, কথিত সাংবাদিক নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, আটলান্টিক হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন জোয়ার্দার, আব্দুস সালাম, হাসিবুল হক জয়, নেহাল আল মুকিত, শাহাজান আলী, মোছা. রুপা, নুসরাত, বর্ষা, সুমন রহমান বিমান ও বিপাশা।

পুলিশের চার্জশিট থেকে জানা যায়, একটি নারী চক্র গড়ে তুলে মেহেরপুর শহরের আভিজাত শ্রেনীর হোটেল আটলান্টিকার মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন বিভিন্ন ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা বা অভিজাত শ্রেনীর মানুষকে সুন্দরী নারী দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তা ভিডিও ধারণ করেন। এবং সেই ভিডিও দিয়ে ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই চক্রে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ডজনখানেক সুন্দরী নারী জড়িত ছিলো।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার হোসেন নামের এক এনজিও কর্মী সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতা প্রিয়া খানকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা করেন।

মেহেরপুরে আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড মামলায় সাংবাদিক তুহিন আরন্য জেলে

মেহেরপুরে চাঞ্চল্যকর আটলান্টিকা হোটেল কাণ্ড মামলায় বাংলিাভশেনর বিশেষ প্রতিনিধি, দেশ রুপান্তর ও বিডিনিউজ২৪ এর মেহেরপুর প্রতিনিধি মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন ওরফে তুহিন আরন্যকে জেল হাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

মঙ্গলবার বিকাল ৩ টার দিকে মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল

ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিকের আদালতে জামিন আবেদন করে আত্মসমর্পণ করলে বিজ্ঞ বিচারক তার জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর আদেশ দেন। তুহিন আরন্য এর আগে প্রথম আলো, এনটিভি ও নিউজ ২৪ চ্যানেলের মেহেরপুর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের উপদেষ্টা ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছেন।

মামলায় আসামির পক্ষে মারুফ আহমেদ বিজনের নেতৃত্বে একদল আইনজীবী এবং সরকারি পক্ষে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক কৌসুলির দায়িত্ব পালন করেন।

এর আগে একই আদালত একই মামলায় ডিবিসির মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করণ, দেশটিভির প্রতিনিধি রেক্সোনা আরা, ও কথিত সমাজকর্মী নিলুফার ইয়াসমিন রুপাকেও জেল হাজতে পাঠায় আদালত।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, বাংলাভিশনের সাংবাদিক তুহিন আরন্য, ডিবিসি চ্যানেলের সাংবাদিক আবু আক্তার করণ, দেশ টিভির সাংবাদিক রেক্সোনা আরা, ও নিলুফার ইয়াসমিন রুপাসহ ১৭ আসামিকে অভিযুক্ত করে হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ড মামলায় পুলিশ আদালতে চার্জশিট দেয়।

এরপর তারা উচ্চ আদালতে চার্জশিটের তথ্য গোপন করে ৬ সপ্তাহের আগাম জামিনে ছিলেন। উচ্চ আদালতের জামিনাদেশ শেষ হলে বৃহস্পতিবার ওই তিনজন এবং মঙ্গলবার তুহিন আরন্যকে জেল হাজতে পাঠানোর আদেশ দেন মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আবু বকর সিদ্দিক।

এর আগে গত ১১ এপ্রিল মেহেরপুরের চার সাংবাদিকসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দিয়েছে পুলিশ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারাসহ ২০১২ সালের পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮(১),৮(২), ৮(৩), ৮(৪) ধারায় অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রমানিত হওয়ায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

চার্জশিটে অভিযুক্তরা হলেন- বাংলাভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন আরন্য, ডিবিসি টেলিভিশনের মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু আক্তার করন, দেশ টিভির প্রতিনিধি রোকসানা আরা, এশিয়ান টিভির প্রতিনিধি মিজানুর রহমান জনি, কথিত সাংবাদিক নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, আটলান্টিক হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন জোয়ার্দার, আব্দুস সালাম, হাসিবুল হক জয়, নেহাল আল মুকিত, শাহাজান আলী, মোছা. রুপা, নুসরাত, বর্ষা, সুমন রহমান

বিমান ও বিপাশা।

এদের মধ্যে মিজানুর রহমান জনি, নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, মতিয়ার রহমান, মামুন জোয়ার্দার, হাসিবুল হক জয়, শাহাজান আলী, নেহাল আল মুকিত পুলিশের হাতে আটক হয়ে হাজতবাস করেছেন। বর্তমানের তারা জামিনে আছেন। বাকিরা উচ্চ আদালত থেকে ৬ সপ্তাহের জামিনে ছিলেন। এদের মধ্যে চারজন পৃথক দিনে মেহেরপুর চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক তাদের জামিন নামঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর আদেশ দেন।

পুলিশের চার্জশিট থেকে জানা যায়, একটি নারী চক্র গড়ে তুলে মেহেরপুর শহরের আভিজাত শ্রেনীর হোটেল আটলান্টিকার মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন বিভিন্ন ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা বা অভিজাত শ্রেনীর মানুষকে সুন্দরী নারী দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তা ভিডিও ধারণ করেন। এবং সেই ভিডিও দিয়ে ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই চক্রে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ডজ্জনখানেক সুন্দরী নারী জড়িত ছিলো। তাদের পৃষ্ঠপোষক করতো অভিযুক্ত মেহেরপুরের চার সাংবাদিকও।

উল্লেখ্য, গত বছরের ২২ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার হোসেন নামের এক এনজিও কর্মী সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতা প্রিয়া খানকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা করেন।

কার্পাসডাঙ্গায় ১০০ বোতল ফেনসিডিল ও একটি পিকআপসহ ২ জন আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা হইতে মুজিবনগর সড়কে কানাইডাঙ্গা মসজিদের মোড় থেকে ১০০ বোতল ফেন্সিডিল ও একটি টাটা জেনন পিকআপসহ দুই জনকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, আজ বৃহস্পতিবার ভোরে গোপন সংবাদ পেয়ে কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের এসআই ইমরান হোসেন, এএসআই মোঃ মসলেম উদ্দিন সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তাদের আটক করেন। আটকরা হলেন- রাজবাড়ী সদর উপজেলার লক্ষিকোল গ্রামের মৃত জব্বার সরদারের ছেলে সাইদুল সরদার (৩৬) এবং বিনোদপুর গ্রামের বাসুদেব মণ্ডলের ছেলে গোপিনাথ মণ্ডল (৩৫)।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে ইজিবাইক চালক হত্যা মামলার প্রধান আসামি গ্রেফতার

ঝিনাইদহ সদরে ইজিবাইক চালক শাখাওয়াত হোসেন হত্যা মামলায় প্রধান পরিকল্পনাকারী জসিম মিয়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার রাতে ঢাকার সাভার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে ডিবি পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল। গ্রেফতারকৃত জসিম মিয়া ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মুরারীদহ গ্রামের মৃত শরিফুল হকের মিয়ার ছেলে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার আশিকুর রহমান জানায়, গত ১৫ মে রাতে সদর উপজেলার চাপড়ী গ্রামের মাঠে ইজিবাইক ছিনতাইকারীরা শাখাওয়াত হোসেনকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে। এ ঘটনায় পরদিন নিহতের পিতা বাদি হয়ে সদর থানায় অজ্ঞাতদের আসামী করে হত্যা মামলা দায়ের করে।

মামলা দায়েরের পর ডিবি পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে মুল পরিকল্পনাকারী জসিমের অবস্থান শনাক্ত করে গ্রেফতার করে। ছিনতাইয়ে বাঁধা দেওয়ায় ছুরিকাঘাতে তাকে হত্যা করা হয়েছে। এতে ৩ থেকে ৫ জন জড়িত বলে প্রাথমিক ভাবে ধারণা

করছে পুলিশ। এর সাথে জড়িত অন্যদেরও শনাক্ত করা হয়েছে। তাদেরও দ্রুতই গ্রেফতার করা হবে।

দেশের দ্বিতীয় নারী সিটি মেয়র জায়েদা খাতুন

গাজীপুর সিটির সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমের মা জায়েদা খাতুন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী আজমত উল্লা খানকে ১৬ হাজার ১৯৭ ভোটে হারিয়েছেন। এতে দ্বিতীয় নারী হিসেবে সিটি করপোরেশনের মেয়র হয়েছেন জায়েদা। দেশের প্রথম নারী সিটি মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভী।

বৃহস্পতিবার (২৫ মে) অনুষ্ঠিত গাজীপুর সিটি নির্বাচনে টেবিল ঘড়ি প্রতীকে তিনি পেয়েছেন দুই লাখ ৩৮ হাজার ৯৩৪ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আজমত উল্লা খান পেয়েছেন দুই লাখ ২২ হাজার ৭৩৭ ভোট।

মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভী ২০১১ সালে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করে। ওই নির্বাচনে আইভীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বিএনপির তৈমুর আলম খন্দকার।

নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী, জায়েদা খাতুনের জন্ম ১৯৬২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। বাবা সামছুল ইসলাম, মাতা আফাতুন। স্থায়ী ঠিকানা কানাইয়া, গাজীপুর সদর, গাজীপুর। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ‘স্বশিক্ষিত’। তার স্বামী মো. মিজানুর রহমান পাঁচ বছর আগে মার গেছেন। তিনি দুই ছেলে ও এক মেয়ের জননী। তার বিরুদ্ধে কোনো মামলার তথ্য নেই।

হলফনামায় তার আয় দেখানো হয়েছে তিন লাখ ৪৫ হাজার টাকা। অস্থাবর সম্পদ হিসাবে নগদ অর্থ দেখিয়েছেন ৩৫ লাখ টাকা। ব্যবসা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকা। অনারেবল টেক্সটাইল কম্পোজিট লিমিটেডে শেয়ারমূল্য দেখিয়েছেন দুই লাখ ৫০

হাজার টাকা।

ঘোষিত ফলাফলে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত জায়েদা খাতুনের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি গাজীপুর সিটির সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমের মা। মনোনয়নপত্র দাখিল করার আগে জায়েদা খাতুনকে রাজনীতির মাঠে দেখা যায়নি। মূলত ছেলে জাহাঙ্গীর আলমের ইমেজকে ভিত্তি করেই তিনি রাজনীতিতে আসেন। জাহাঙ্গীর গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদকও।

সূত্র: ইত্তেফাক

মেহেরপুরের সবরী কলা যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন জেলাতে

সবরী কলার রাজধানী মেহেরপুর জেলা থেকে প্রতিদিন অর্ধশত ট্রাক কলা যাচ্ছে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যাচ্ছে। ট্রাকভর্তি হওয়ার পূর্বে এভাবেই কলা সাজিয়ে রাখেন কৃষকরা। কলার এই ছবিটি তোলা হয়েছে মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর মাঠের মধ্যে থেকে।

ছবিটি তুলেছেন জুলফিকার আলী কানন

সোমবার সব বোর্ডের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় মোখার প্রভাবে সোমবার (১৫ মে) অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া সব বোর্ডের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি।

রোববার (১৪ মে) আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তপন কুমার সরকার স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়েছে, বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট প্রবল ঘূর্ণিঝড় ‘মোখা’র কারণে চলমান এসএসসি/সমমান পরীক্ষা ২০২৩-এর কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড, যশোর শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন আগামী ১৫ মে ২০২৩ তারিখ সোমবার অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষাগুলো স্থগিত করা হয়েছিলো। তবে ১৫ মে ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষার সব বোর্ডের প্রশ্ন অভিন্ন হওয়ায় উক্ত তারিখের সব বোর্ডের পরীক্ষা স্থগিত করা হলো।

এতে আরও বলা হয়েছে, স্থগিত হওয়া পরীক্ষার পরিবর্তিত সময়সূচি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পরে জানিয়ে দেওয়া হবে। ১৬ মে ২০২৩ তারিখ থেকে পূর্বঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা যথারীতি চলবে।

এর আগে শনিবার (১৩ মে) সকালে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তপন কুমার সরকার স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে দেশের ছয় শিক্ষাবোর্ডের অনুষ্ঠিতব্য রোববার ও সোমবারের এসএসসি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছিলো।

সূত্র: ইত্তেফাক

মেহেরপুরে অংশ নিচ্ছে ৮ হাজার ৯০৯ পরিক্ষার্থী

চলতি বছরের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা আজ রবিবার (৩০ এপ্রিল) শুরু হচ্ছে । এবার মেহেরপুর জেলার ১৫০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৮ হাজার ৯০৯ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেবে। এদের মধ্যে জেনারেল শাখায় ৭ হাজার ৩৬২ জন, কারীগরি শাখায় (ভোকেশনাল) ৯০৫ জন ও মাদ্রাসা বোর্ডের আওতায় দাখিল শাখায় ৬৪২ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেবে।

জেলার তিনটি উপজেলায় জেনারেল শাখার জন্য ১৩টি কেন্দ্র, কারিগরী শাখা (ভোকেশনাল) ৪ টি ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য ২ টি পরীক্ষা কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো: আব্বাস উদ্দীন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জেলার জেনারেল শাখার কেন্দ্রগুলোর মধ্যে রয়েছে মেহেরপুর সরকারি মাধ্যমিক বালক উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র, মেহেরপুর সরকারি মাধ্যমিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র, আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, গাংনী পাইলচ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজ কেন্দ্র, গাংনী সরকারি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্র, সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ কেন্দ্র, বামন্দী নিশিপুর স্কুল এন্ড কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্র, জুগীরগোফা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্র, জুগীরগোফা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, মুজিবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্র, গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্র, সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্র, কেএন এইচ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্র, বামন্দী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্র, বেতবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র, বিপিএন বালিকা বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্র, রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্র, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্র, দাখিল শাখার দুটি কেন্দ্র হলো মেহেরপুর দারুল উলুম আহমাদিয়া দাখিল মাদ্রাসা পরীক্ষা কেন্দ্র ও গাংনী ছিদ্দিকিয়া সিনিয়র আলীম মাদ্রাসা।

কারিগরী শাখার (ভোকেশনাল) পরীক্ষা কেন্দ্র গুলোর মধ্যে রয়েছে, মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্র, গাংনী পাইলট বিদ্যালয় এন্ড কলেজ, সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্র, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্র।

পরীক্ষা সুষ্ঠ,নকলমুক্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা সমাপ্ত করার লক্ষে তিন উপজেলার তিনটি ভিজিলেন্স টিম গঠণ করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইটি) প্রধান করে ৫ সদস্যের একটি ভিজিলেন্স টিম গঠণ করা হয়েছে। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো:

আব্বাস উদ্দীন, মেহেরপুর কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেন।

এদিকে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম এসএসসি কেন্দ্রগুলোর আশেপাশে ১৪৪ ধারা জারি করেছেন এবং সকল কোচিং সেন্টার একমাস বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন।

মেহেরপুরে সেই চার সাংবাদিকসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের ভিডিও ধারণ করা তারপর ব্ল্যাকমেইল করে অর্থ আদায় চক্রের হোতা মেহেরপুরের চার সাংবাদিকসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দিয়েছে পুলিশ।

গত ১১ এপ্রিল মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে চার্জশিট জমা দেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিবির এস আই আশরাফ আলী। মামলায় শিল্পতি হাবিবুর রহমান, অ্যাড. কামরুল ইসলামসহ ১৮ জনকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে। এবং ১০জনকে সাক্ষী করা হয়েছে। আগামী ৮মে এই মামলার দিন ধার্য রয়েছে বলে একটি সূত্রে জানা গেছে।

অভিযুক্তরা হলেন- বাংলাভিশন ও নিউজ ২৪ চ্যানেলের মেহেরপুর প্রতিনিধি মুস্তাফিজুর রহমান ওরফে তুহিন আরন্য, ডিবিসি টেলিভিশনের সাংবাদিক আবু আক্তার করন, দেশ টিভির সাংবাদিক রোকসানা আরা, এশিয়ান টিভির সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনি, কথিত সাংবাদিক নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, আটলান্টিক হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন জোয়ার্দার, আব্দুস সালাম, হাসিবুল হক জয়, নেহাল আল মুকিত, শাহাজান আলী, মোছা. রুপা, নুসরাত, বর্ষা, সুমন রহমান বিমান ও বিপাশা। এদের মধ্যে মিজানুর রহমান জনি, নাজনিন খান প্রিয়া, ছন্দা খাতুন, মতিয়ার রহমান, মামুন জোয়ার্দার, হাসিবুল হক জয়, শাহাজান আলী, নেহাল আল মুকিত পুলিশের হাতে আটক হয়ে হাজতবাস করেছেন। বর্তমানের তারা জামিনে আছেন। বাকিরা আত্মগোপনে রয়েছেন।

জানা গেছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারাসহ ২০১২ সালের পর্নোগ্রাফী নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮(১),৮(২), ৮(৩), ৮(৪) ধারায় অপরাধ প্রাথমিকভাবে সত্যবলে প্রমানিত হওয়ায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান ও ওই সময় পুলিশের তথ্য থেকে জানা যায়, একটি নারী চক্র গড়ে তুলে মেহেরপুর শহরের আভিজাত শ্রেনীর হোটেল আটলান্টিকার মালিক মতিয়ার রহমান ও তার ছেলে মামুন বিভিন্ন ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা বা অভিজাত শ্রেনীর মানুষকে সুন্দরী নারী দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তা ভিডিও ধারণ করেন। এবং সেই ভিডিও দিয়ে ব্লাকমেইল করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল। এই চক্রে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ডজ্জনখানেক সুন্দরী নারী জড়িত ছিলো। তাদের পৃষ্ঠপোষক করতো মেহেরপুরের চার সাংবাদিকও।

জানা গেছে, গত বছরের ২২ নভেম্বর মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের মনোয়ার হোসেন নামের এক এনজিও কর্মী সদর থানায় নারী চক্রের প্রধান হোতা প্রিয়া খানকে আসামি করে দণ্ডবিধির ৪১৭/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ ধারায় একটি মামলা করেন। মামলা দেওয়ার পর পুলিশ বিভাগ তদন্ত শুরু করেন। তদন্তে নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসে। তদন্তের অংশ হিসেবে হোটেল আটলান্টিকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ হোটেল মালিক মতিয়ার, তার ছেলে মামুন ও ছন্দা খাতুনকে আটক করে। তার আগে মামলার দিনই পুলিশ শহরের হোটেল বাজার এলাকা থেকে নাজনিন খান প্রিয়াকে আটক করে।

ওই মেহেরপুরের জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে ছন্দা খাতুন ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী প্রদান করেন। জবানবন্দীর ওই কপি মেহেরপুর প্রতিদিনে এসে পৌছালে গত বছরের ১ ডিসেম্বর মেহেরপুর প্রতিদিন জবানবন্দী নিয়ে ফলাও করে তার প্রকাশ করলে মেহেরপুর সহ সারাদেশে ওই সংবাদ আলোড়ন সৃষ্টি করে।
জবানবন্দীতে ছন্দা খাতুন এই চক্রের মুখোশ খুলে দেয়। তার জবানবন্দীতে মেহেরপুরের চার সাংবাদিক, কয়েকজন নারীর কথা উঠে আসে। উঠে আসে কয়েকজন আইনজীবীর কথাও। তবে জবানবন্দীতে দেওয়া তথ্যমতে প্রায় সব আসামি পুলিশের চার্জশিটে অভিযুক্ত হলেও কামরুল ইসলাম ওই আইনজীবীকে চার্জশীট থেকে পুলিশ অব্যহতি দেয়।

ছন্দার জবানবন্দী থেকে ওই সময় জানা যায়, বিগত ২/৩ বছর যাবৎ সাংবাদিক তুহিন অরন্য, আবু আক্তার করন, মিজানুর রহমান জনি, রেকসোনা, মানবতার চোখের সাংবাদিক শাহজাহান মেয়েদের মধ্যে

বর্ষা, নুসরাত, প্রিয়া, হোটেল মালিক এর ছেলে মামুন সহ অজ্ঞাতনামা কয়েক জন মিলে মেহেরপুর আটলান্টিক হোটেলে কৌশলে ভিডিও ধারন করে ও ব্লাকমেইল করে বিভিন্ন ধনী ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, বড় চাকুরীজীবীসহ বিভিন্ন লোককে এই ফাঁদে ফেলে চাঁদা আদায় করে চলেছে। মামুন তাকে প্রতি নিয়ত ভিডিও ফাঁস করার ভয় দেখিয়ে ব্যবহার করতো। সাংবাদিক রেকসোনা, বর্ষা, প্রিয়া, রুপা, নুসরাত এরা বেশি বাইরে যেয়ে বিভিন্ন মানুষের সাথে ঘনিষ্ট হয়ে ভিডিও ধারন করে চাঁদা দাবী করে। পুলিশ এর কথা বললে মতিয়ার তাকে জানায় পুলিশকে প্রতি মাসে টাকা দিয়ে কিনে রেখেছি। পুলিশ তার কিছুই করতে পারবে না। মতিয়ার এই ব্যবসা করে প্রচুর টাকার মালিক হয়েছে। আমঝুপির মৃত মোজাফফর হোসেনের ছেলে সাইদ ওই হোটেলে নিয়মিত যাওয়া আসা করে। কিছুদিন আগে তাকে ব্ল্যাক মেইল করেও অনেক টাকা নিয়েছে এই চক্রটি।

এদিকে, হোটেল আটলান্টিকার কাণ্ড নিয়ে তোলপাড় শুরু হলে ক্রমশই হোটেলটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান। বর্তমানে হোটেল আটলান্টিক বন্ধ ঘোষনা করা হয়েছে বলে জানা গেছে।